বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থার সমস্যা এবং করনীয়:

আজকের ভিডিও ক্লিপটা এক ঘন্টার মতো ছিল খুব বেশী সময়ের ছিল তা কিন্তু না আবার কম সময়ও না। এই ভিডিওটা দেখার সময় প্রথমে আমি অবাক হয়ে স্যারের কথাগুলো শুনছিলাম। আর উনার কথাগুলো শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে কয়েকবার ভিডিওটা দেখেছে। ভিডিও টার মূল বক্তব্য বা মূল বিষয় ছিল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে।অামি যদি প্রথম থেকে মানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলতে চাই তাহলে এক কথায় বলতে হবে কোনো শিশু নিজ ইচ্ছায় বিদ্যালয় যেতে চায় না কিংবা যায় না। তার কারণ হলো বিদ্যালয় গুলোতে একগাদা বই এবং ক্লাসে প্রথম হওয়ার শারীরিক ও মানসিক চাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদেরকে আনন্দের সাথে পাঠ দান করানো হয় না।

আমি মনে করি শিক্ষা জীবনে একজন শিশুর বিদ্যালয়ের প্রথম ধাপে তাকে ভালো মানুষ হওয়া সেখানে সবচেয়ে বেশি জরুরী। ভালো আচরণের প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটানো। শিশুদের অন্য লোকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি নম্র হতে শেখানো উচিত। তাছাড়াও শিশুদের ধৈর্য আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ন্যায়বিচার এর মত গুণাবলী ও শেখানো উচিত। এতে করে পরবর্তী জীবনে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবে। তাদেরকে শিক্ষা নিয়ে ভয় দেখানো যাবে না। শিক্ষাকে তাদের কাছে সহজ করে দিতে হবে।দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং যারা কিনা বাচ্চাদের সাথে সহজে মিশতে পারবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের নিজের ভাষায় হতে হবে এতে করে একজন শিক্ষার্থী সহজে তার বিষয়ের পড়া বুঝতে পারবে।

আমরা আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করলে দেখব যে আমাদের দেশে উচ্চমাধ্যমিক থেকে প্রতিবছর 10 থেকে 14 লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয় এবং তার মধ্যে 9 থেকে 10 লক্ষ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে যার মধ্যে জিপিএ 5 পায় 50 হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার দেওয়ার জন্য ভালো জিপিএ এর প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমিত পরিমাণে সীট থাকে এতে করে অনেক শিক্ষার্থী এখান থেকেই ঝরে পড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে সব ইংরেজি বই বাংলায় অনুবাদ করা কোন বই নেই। এতে করে সম্পূর্ণ ধারণা নিতে পারেনা।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টাকার বিনিময় সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। এত করে অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্নাতক সম্পন্ন করে কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। একটি জরিপে দেখা যায় যে এশিয়ার মধ্যে বেকারত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বিতীয়। তার কারণ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানে যা পড়ানো হয় তার তেমন কোনো কিছুই চাকরির বাজারে পাওয়া যায় না।

অন্য দিকে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিসিএস এর পেছনে লেগে থাকে।এতে করে সে যে বিষয়ের উপর জ্ঞান লাভ করেছে সে বিষয়ে কোনো কিছুই বিসিএসে থাকেনা। এবং প্রতি বছর বিসিএস এ আবেদন করে চার থেকে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী যার মধ্যে নামমাত্র শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হয়।বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার এখনো 74.75 শতাংশ।

শিক্ষা নিয়ে যত সমস্যা আছে তা ঠিক করার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে -

১।শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে

২। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং

৩।যারা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে তাদের যোগ্য হতে হবে, কারণ মনে রাখতে হবে শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

৪।প্রতিটি শিক্ষক কে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পর প্রশিক্ষণ দিতে হবে

এতে করে সে নতুন নতুন টেকনিক শিখতে পারবে এবং নিজেকে যাচাই করতে পারবে।